মেহেরপুরে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সোমবার (১৬ই সেপ্টেম্ব সকাল সাড়ে ১১ টার সময় পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক শামীম হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রনি আলম নুর, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)গাজী মূয়ীদুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীম, জেলা নাজির মোঃ আফতাব উদ্দিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আমানুল্লাহ আমান।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে কোরআন তেলাওয়াত করেন জেলা মডেল মসজিদের ইমাম সাদিকুর রহমান।

পরে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে ও দোয়া মাহফিল মোনাজাত করেন কোট মসজিদে ইমাম জুবায়ের হাসান।

ফরহাদ হোসেন ৫দিনের রিমাণ্ডে

রাজধানীর আদাবর থানায় দায়ের করা গার্মেন্টস কর্মী রুবেল হত্যা মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

রোববার তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির

করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও আদাবর থানার পরিদর্শক আব্দুল মালেক মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য তাকে সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো.ছানাউল্ল্যাহ তার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে ফরহাদ হোসেনকে গ্রেফতার করে র্যাব।

ছাত্র আন্দোলনের সময় গত ৫ আগস্ট রুবেলসহ কয়েকশ ছাত্র-জনতা সকাল ১১ টার দিকে আদাবর থানাধীন রিংরোড এলাকায় প্রতিবাদী মিছিল বের করে। এসময় পুলিশ, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিক লীগ, তাঁতীলীগ, কৃষকলীগ, মৎসজীবী লীগের নেতাকর্মীরা গুলি চালায়। এতে রুবেল গুলিবিদ্ধ হয়। নিকটস্থ একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় ২২ আগস্ট আদাবর থানায় রুবেলের বাবা রফিকুল ইসলাম সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৫৬ জনের নাম উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা করেন। অজ্ঞাত আরও ৪০০-৫০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা ছাড়া এ মামলায় উল্লেখযোগ্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন, শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক সংসদ সদস্য, ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান, নায়ক ফেরদৌস, ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমন।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে মেহেরপুরেও হত্যাসহ একাধিক মামলা হয়েছে। যে মামলাগুলো পুলিশকে তদন্ত দিয়েছে আদালত।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ ঢাকায় গ্রেফতার

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ফরহাদ হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।

শনিবার (১৪ সেপ্টম্বর) রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। র্যাবের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। র্যাব জানিয়েছে, গত ০৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন’কে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র‍◌্যাব।
ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে তিনি এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। এ নির্বাচনে তিনি মেহেরপুর-১ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে এ নির্বাচনে অংশ নেন ফরহাদ হোসেন। ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি তৎকালীন কুষ্টিয়া-৫ ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।
মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ২০২২ সালে ছহিউদ্দিনকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ফরহাদ হোসেন খুলনা বিএল কলেজ, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স অধ্যয়ন করেন। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি।
২০১৪ সালে একতরফা নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে রাতের ভোটে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও (যে নির্বাচনকে ডামি নির্বাচন বলে উল্লেখ করা হয়) তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন।
মেহেরপুরেও তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে ইউপি চেয়ারম্যান অপসারণ প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার ১ নম্বর কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজার অপসারণ প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপির একাংশ।

আজ শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১ টার দিকে জেলা বিএনপি’র বড়

বাজার অফিসে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেননের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত ১৮ তারিখে কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজার অপসারণের দাবীতে ইউনিয়নের সংক্ষুব্ধ জনগন চেয়ারম্যান সেলিমের রুমে তালাবদ্ধ করে।

মেহেরপুরের উপজেলা ও জেলা প্রশাসনকে বিষয়টি অবগত করা হলেও মেহেরপুর জেলা বিএনপির একটি পক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দীর্ঘদিন সময় ক্ষেপন করেও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি।

এমতাবস্থায় কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শহিদুল আলম, জেলা বিএনপির মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক রায়হানুল কবির, জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলি ভূট্টো, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি শামীম ও সাধারণ সম্পাদক গ্যাস বাবুসহ আওয়ামী লীগের অবৈধ চেয়ারম্যানের রুমের তালা ভেঙ্গে চেয়ারম্যান সেলিমকে তার কর্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ করে দেয় এবং বিএনপি’র আওয়ামী পন্থী দালাল নেতারা মিস্টি বিতরন করে।

তিনি আরো বলেন, আমরা জেলা বিএনপি’র নেতাকর্মী যারা ১/১১ পরবর্তী বিএনপি’র সংস্কারপন্থী দালালদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে আসছি তারাই এখানে উপস্থিত আছি। গত ১৫ বছর আওয়ামী অত্যাচারে দেশের বিএনপি সহ সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা জীবন বাজি রেখে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে আসছি। গত ৫ই আগষ্ট ছাত্র জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে হাসিনার পতন হয়েছে। কিন্তু মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বেশ কিছু দালাল নেতারা আওয়ামী লীগ কে রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। তারই ফলস্বরুপ এই ঘটনা কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে স্বপদে বসিয়ে দেয়।

আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এই ঘটনায় জড়িতদের বিএনপি থেকে বহিস্কার এর জোরদাবী জানাচ্ছি।

এসময় জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম লাল, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব ও জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব

সানিসহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিএনপি নেতার দোকানের সামনে বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও কাফনের কাপড় রেখে প্রাণনাশের হুমকি

গাংনীর গোপালনগর গ্রামের বিএনপি নেতার দোকানের সামনে থেকে দুইটি বোমা সদৃশ্য বস্তু, কাফনের কাপড়ের টুকরো ও প্রাণনাশের হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে গাংনী উপজেলার গোপালনগর গ্রামের বটতলা মোড় থেকে থানা পুলিশ এগুলো উদ্ধার করে।

জানা গেছে, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামের মুদি দোকানের সামনে একটি বাজারকরা ব্যাগের মধ্যে দুটি বোমা, কাফনের কাপড়ের টুকরো ও একটি চিরকুট রেখে যায় দূর্বৃত্তরা। হাতে লেখা চিরকুটে বিএনপি নেতা রবিউল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে লেখা ‘ ‘রবিল/মরার জন, তৌরি হয়। বোমা ও কাপন, পাঠালাম।‘‘ নিচে তিনটি দাগের মধ্যে দুই বার ‘লাল’ ‘লাল’ লেখা রয়েছে।

সকালে পাশের চা দোকানী আরশাদ আলী প্রথমে এগুলো দেখতে পান। পরে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে গাংনী থানার এসআই শিমুল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এগুলো উদ্ধার করেন।

স্থানীয়রা জানান, আরশাদ আলীর দোকানের পাশেই রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামের মুদি দোকান।

এব্যাপারে গাংনীর রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম বলেন, সম্প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন করা নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে দ্বন্দের জেরে এগুলো রাখা হতে পারে।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পলিশ পাঠিয়ে বোমা সাদৃশ্য বস্তু দুটি পানিতে চুবিয়ে নিষ্ক্রিয় করে থানায় নেওয়া হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের উদ্যোগে ২৫০ শয্যা হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬ টার সময় মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজউদ্দীন খানের নেতৃত্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার জমির মোহাম্মদ হাসিব।

এছাড়াও এসময় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আর এম ও ডাঃ জাহিদ বিশ্বাস, জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুব উল আলম, জামায়াতে জেলা সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম, পৌর আমীর ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক পৌর কমিশনার সোহেল রানা (ডলার), পৌর সেক্রেটারি মোঃ মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

এসময় উপজেলা জামায়াতের বিভিন্ন ইউনিট থেকে আশা নেতাকর্মীরা ও ছাত্র শিবিরের দায়িত্বশীলরা এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণ করেন।

গাংনীতে ব্র্যাক পরিচালিত কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ইউএনও

ব্র্যাক যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।

গাংনীর ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৫ জন শিক্ষকের অংশগ্রহণে টিবি, ম্যালেরিয়া, এইচআইভি, এইডস, ডেঙ্গু, ডায়রিয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত রোগের বিজ্জর রোধে করনীয় বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টিবি কনট্রোল প্রোগ্রামের আওতায় গতকাল বৃহস্পতিবার (১২ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী গাংনী উপজেলায় এ ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী প্রীতম সাহা।

এসময় তিনিসকল অংশগ্রহণকারীদের বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখা ও শিক্ষার্থীদের যক্ষ্মা, ডেঙ্গু সহ অন্যান্য রোগ বিষয়ে সচেতন করে তোলার পাশাপাশি তাদের এসাইনমেন্ট প্রদান করে বিদ্যালয়ের মনিটরিং এর মাধ্যমে কারো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও শিক্ষকদের এবিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

ওরয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ মেহেদী হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ হোসেন মোবারক।

ওরিয়েন্টেশনে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন প্রোগ্রাম অফিসার ব্রাক টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম আক্তার হোসেন। বিস্তারিত তুলে ধরেন ব্র্যাক জেলা ব্যবস্থাপক, টিবি কনট্রোল প্রেগ্রাম অচিন্ত কুমার বোস।
ওরিয়েন্টেশন সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর জেলা ব্র্যাক সমন্বয়ক শেখ

মনিরুল হুদা।

মেহেরপুরে ভৈরব নদে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ভৈরব নদে গোসল করতে গিয়ে পানির নিচে তলিয়ে রোকেয়া খাতুন (৮) নামের এক শিশু মারা গেছে। নিহত রোকেয়া খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের ছোটন আলীর মেয়ে ও স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্রী।

আজ শুক্রবার (১৩ সেপ্টম্বর) বিকেলে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, বিকেলের দিকে রোকেয়া খাতুন বাড়ির পাশে ভৈরব নদে গোসল করতে য়ায়। গোসল করার কোনো এক সময় পানির নিচে তলিয়ে যায়। পরে লাশ ভেসে উঠলে স্থানীয়রা তার মরদেহ উদ্ধার করেন।

মুজিবনগরের বালি ও মাটি খেকো জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে নানা অপকর্মের অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগরের বালি ও মাটি খেকো জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে নানা অপকর্মের অভিযোগ উঠেছে। অবৈধ বালি উত্তোলন ও বিক্রি, বিভিন্ন জায়গার মাটি জোর পূর্বক কাটা, অন্য মাটি ও বালি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়সহ ইটভাটা মালিকদের কাছে সুদের

বিনিময়ে টাকা দেয়াসহ নানা অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি এক ফল ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদাবাজীর অভিযোগে মামলাও হয়েছে তার বিরুদ্ধে। গত ৫ আগষ্ট শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর গা ঢাকা দিয়েছে বলে এলাকায় গুঞ্জন। তবে অন্তারালে থেকে অবৈধ মাটি ও বালির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানাগেছে।

অনুসন্ধানে জানাগেছে, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর সুদৃষ্টি থাকায় মুজিবনগরে অবৈধ মাটি ও বালি উত্তোলন ও বিক্রির একচ্ছত্র আদিপাত্য ছিল জাহাঙ্গিরের। মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের বাসিন্দা হলেও তার আদিপাত্য ছিল পুরো উপজেলা জুড়ে। জাহাঙ্গীরের অনুসারিদের নিয়ে সে গড়ে তোলে সিন্ডিকেট। তার আর্শিবাদ ছাড়া কেউই মাটি ও বালির ব্যবসা করতে পারিনি। পুরো উপজেলায় যেখানেই এইচবি রাস্তা নির্মান হোক না কেন, মাটি ও বালি জাহাঙ্গীরের কাছ থেকেই নিতে হবে। তা না হলে প্রতি গাড়িতে ১শ টাকা চাদা দিতে হবে, এটা ছিল জাহাঙ্গীরের আইন।

জান মোহাম্মদ নামের একজন জানান, জাহাঙ্গীর অন্য বৈধ ব্যবসাীদের সে জিম্মি করে ফেলেছে। তার অনুমতি ব্যতীত কেউই ব্যবসা করতে পারবে না বলে নির্দেশ দেই সে। এছাড়াও অনেকেই তার নির্যাতনের শিকার হয়ে পথে বসেছে।

ফিরোজ নামের একজন জানান, মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান, আনন্দবাস, স্বরসতিখাল ও বিশ^নাথপুর ঘাটের মাটি ও বালি সে ক্ষমতার দাপটে তুলে বিক্রি করেছে। একই এলাকার মোসারফ নামের আরেক জন জানান, আমি ৮০০শ গাড়ি মাটি সরকারি রাস্তার ধার দিয়েছি। প্রতি গাড়িতে ১শ টাকা করে জাহাঙ্গীরকে চাদা দিতে হয়েছে।

রাস্তার এইচবি করার জন্য নির্ধারিত কিছু পিআসি ও স্থানীয় ইউপি সদস্য জানান, গোটা উপজেলায় যেখানেই এইচবি করণ আর পাকা রাস্তা নির্মান করা হোক না কেন, জাহাঙ্গীরের সাথে ইট, বালি ও মাটি নিতে হবে। তা না পিআইসি বাতিল না হয় কাজে বাধা দিতো।

শুধু তাই নয় স্থানীয় বেশ কিছু ইটভাটা মালিকও জাহাঙ্গীরের কাছে জিম্মি ছিল। প্রতি সিজনে দাম যাই হোক দুই নাম্বার ইট দিতে হবে ১১ হাজার টাকাই। এবং সেই ইট বিভিন্ন ঠিকাদার ও পিআইসির কাছে বিক্রি করে ১৪ হাজারে।

তার এসব অপকের্মর ব্যাপরে জানতে উপজেলা প্রশাসনের কাছে জানতে চাইলে অফিসিয়ালি কেউই মুখ খুলতে চাইনি। তবে কয়েকজন জানান, সাবেক

মন্ত্রীর ভয়ে জাহাঙ্গীরের অপকর্মের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে জাহাঙ্গীরের সাথে যোগাযোগ করা তিনি বিএনপি ও জামায়ত নেতাদের নাম করে সাংবাদিকদের নিউজ না করতে চাপ দেন। সেই সাথে সকল অভিযোগের কথা অস্বিকার করে।

মুজিবনগরে ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস মন্ডলপাড়া বিএনপির আয়োজনে গত ৫ আগষ্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত ও বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত দোয়া ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতিত্ব করেন যুবনেতা আব্দুল হামিদ মাষ্টার।

যুবনেতা এমএ হালিমের সন্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক ইসলাম আলী,সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক,বিএনপি নেতা বদরউদ্দীন সহ বিএনপি অংগসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা সভা শেষে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত ও বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া করা হয়।

দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা হামিদুল ইসলাম।